বদর যুদ্ধ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন, কুরাইশ বাহিনী মদীনা থেকে আশি মাইল দূরে বদর নামের একটা জায়গার কাছাকাছি চলে এসেছে। খবর পেয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেখানে সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। এ জায়গাটির কারণেই এ যুদ্ধকে বলা হয় বদরের যুদ্ধ।

বদরে যাওয়ার পর দেখা গেলো, কাফেররা আগেভাগেই ভালো জায়গা দখল করে রেখেছে। মুসলমানরা যেখানে জায়গা পেলো সেখানে ছিলো প্রচুর ধুলোবালি। প্রচণ্ড গরম আর ধুলোবালির কারণে তাদের অনেক কষ্ট হচ্ছিলো।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো বৃষ্টি। বৃষ্টির কারণে মুসলমানদের জায়গার বালি জমে গিয়ে সুন্দর হয়ে গেলো। আর কাফেরদের জায়গা কাদায় ভরে গেলো। তাদের চলাফেরা অনেক মুশকিল হয়ে গেলে।

মুসলমানদের তুলনায় কাফেরদের সংখ্যা ছিলো অনেক বেশি। তাদের অস্ত্রও ছিলো অনেক। দেখে মনে হচ্ছিলো, এতো মানুষের সাথে মুসলমানরা যুদ্ধে পেরে উঠবে না। কিন্তু মুসলমানরা তো আর লোকসংখ্যা আর অস্ত্রের উপর ভরসা করে জিহাদ করে না। তাদের পুরো ভরসা থাকে আল্লাহর সাহায্যের উপর। সেজন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারারাত নামায পড়ে পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলেন। তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করে বললেন, 'হে আল্লাহ, আজকে যদি মুসলমানারা পরাজিত হয় তাহলে পৃথিবীতে আপনার ইবাদত করা মতো কেউ থাকবে না।'

আল্লাহ তা'আলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ কবুল করলেন। তিনি যুদ্ধের সময় মুসলমানদেরকে সাহায্য করার ওয়াদা করলেন।

সকাল হয়ে গেলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে যুদ্ধের জন্য দাঁড় করালেন। কুরাইশ বাহিনীতে তিনজন বীর বাহাদুর ছিলো। নাম ছিলো ওতবা, শায়বা আর ওলীদ। এরা তিনজন যুদ্ধের ময়দানে এসে চিৎকার করে বলতে লাগলো– কারো কি সাহস আছে আমাদের সাথে লড়াই করার?

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে লড়াই করার জন্য হামযা রাযি., উবাইদাহ ইবনে হারিস রাযি. এবং আলী রাযি. কে পাঠালেন। তাদের হাতে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওতবা শায়বা আর ওলীদ মরে গেলো। মুশরিকরা যখন দেখলো তাদের বড় বড় তিন নেতা কয়েক নিমিষেই শেষ; তখন তারা সবাই মিলে মুসলমানদের উপর হামলা করে বসলো। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো।

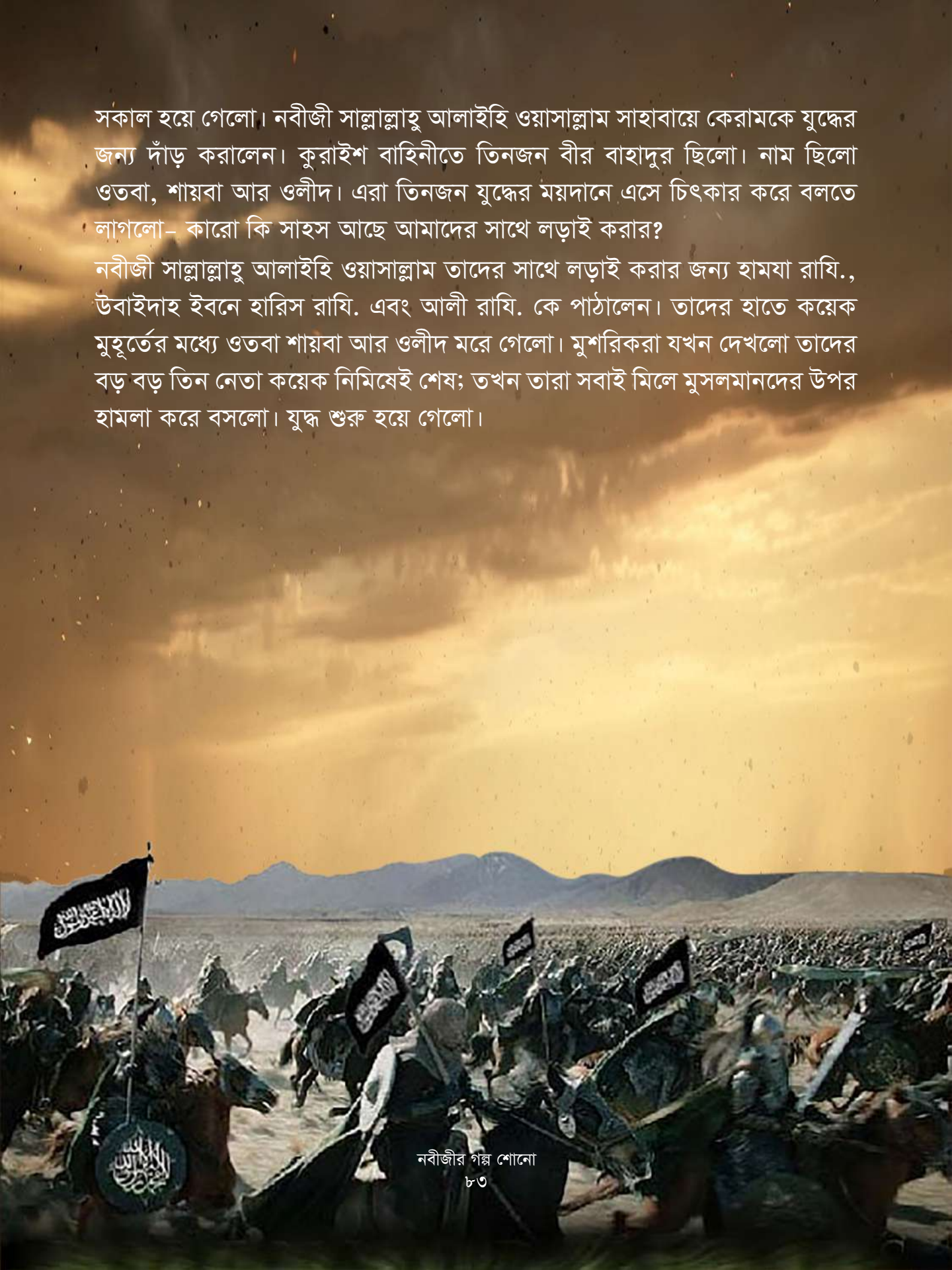

যুদ্ধ শুরু হতেই নবীজী মুনাজাত করতে লাগলেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতোটাই তন্ময় হয়ে মুনাজাত করছিলেন যে তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে গেলো। আবু বকর রাযি. এসে বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যথেষ্ট হয়েছে আপনার মুনাজাত নিশ্চয় আল্লাহ কবুল করেছেন।

আবু বকর রাযি. এর কথা সত্যি হলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু পরই মাথা উঠিয়ে বললেন, 'আবু বকর, ঐতো জিবরাঈল আ. এসেছেন। তার সাথে আছে এক হাজার ফেরেশতা। ফেরেশতারা এখন মুসলমানদের সাথে মিলে মুশ-রিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন।'

ফেরেশতাগণ আসার পর থেকে শত্রু পক্ষের সৈন্যরা দলে দলে মারা পড়তে লাগলো। ওরা বুঝতেই পারছিলো না কিছুক্ষণ আগেই মুসলমানরা ছিলো অল্প ক'জন। এখন তারা সংখ্যায় এতো বেশি কিভাবে হয়ে গেলো!

এদিকে কী হয়েছে জানো?

মুসলিম বাহিনীতে ছিলো ছোট ছোট দুই বালক। দু'জনের নামই ছিলো মুআজ। একজন মু'আজ বিন আমর। অন্যজন মু'আজ বিন আফরা। তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক ভালোবাসতো। তারা ভেবে রেখেছিলো যুদ্ধের মাঠে কাফের বাহিনীর সেনাপতি আবু জাহলকে পেলে তাকে মেরে ফেলবে।

আবু জাহলের কথা তোমাদের মনে আছে তো? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে মক্কায় অনেক কষ্ট দিতো। হিজরতের আগে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্রে সেই কিন্তু সব চাইতে বেশি ভূমিকা রেখেছে।

আবু জাহল তার দলের সৈন্যদের কাতার ঠিক করছিলো। মু'আজ বিন আমর এবং মু'আজ বিন আফরা আবু জাহলকে দেখতে পেয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। একজন আবু জাহ্লের ঘোড়াকে আঘাত করলো। আবু জাহল মাটিতে পড়ে গেলো। এরপর তারা দু'জন মিলে আবু জাহ্লকে হত্যা করে ফেললো।

বদর যুদ্ধে মুশরিকদের পরাজয় হলো

মক্কার মুশরিকরা যখন দেখলো, তাদের সত্তর জন সৈন্য মারা গেছে এমনকি তাদের প্রধান সেনাপতি আবু জাহ্‌লও মারা গেছে তখন তারা ভয় পেয়ে পালাতে লাগলো। পালানোর সময় ওদের সত্তরজন সৈন্য মুসলমানদের হাতে ধরা পড়লো। অনেক মাল সম্পদ যুদ্ধের ময়দানে ফেলে গেলো। মুসলমানরা এগুলো গনীমত হিসেবে নিয়ে নিলো।

কুরাইশদের পরাজয়ের খবর যখন মক্কায় পৌঁছলো তখন রাগে তাদের গা জ্বলে উঠলো। তারা শপথ নিলো যেভাবেই হোক এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হবে। সেজন্য তারা আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলো।

বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে ধরা পড়া বন্দীদের সাথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো ব্যবহারের আদেশ করলেন। বললেন, তোমরা যা খাবে তার চেয়ে ভালো খাবার তাদের খাওয়াবে।

এই বন্দী কাফেররাই কিন্তু মক্কায় থাকতে মুসলমানদের উপর ভীষণ অত্যাচার করেছে। মুসলমানরা না হয়ে অন্য কেউ হলে এসব বন্দীদেরকে হয়তো মেরেই ফেলতো। না হয় যাবজ্জীবন জেলে পুরে রাখতো।

কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিলেন। যারা মুক্তিপণ দিতে পারলো না তাদেরকে বলা হলো তোমরা মদীনার দশজন ছেলেকে লেখা পড়া শেখাও। তাহলেই তোমাদেরকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া হবে।

দেখেছো, ইসলামের নিয়মগুলো কতো সুন্দর! রাষ্ট্রনীতি থেকে শুরু করে যুদ্ধনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি –সব ব্যাপারেই ইসলামের নিয়মগুলো এতোটাই চমৎকার যে, বর্তমানে অমুসলিম দেশগুলোও গোপনে গোপনে এসব নিয়ম অনুসরণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু যেসব দেশে বেশিরভাগ মানুষ মুসলমান তারাই এগুলোর মূল্য বুঝতে চায় না। তারা অনুসরণ করে বিধর্মীদের সংবিধান। তোমরাই বলো, এমন করলে মুসলমানদের মধ্যে কি কখনো শান্তি আসবে?

সাহাবায়ে কেরামের প্রথম ঈদ

বদর যুদ্ধ হয়েছিলো হিজরী দ্বিতীয় সালের রমযান মাসে।

এ রমযানের শেষেই সাহাবায়ে কেরাম প্রথম ঈদ পালন করলেন। তাঁরা তাকবীর পড়তে পড়তে ঈদগাহে গেলেন। সেখানে সবাই মিলে ঈদের নামায আদায় করলেন। বদর যুদ্ধে বিজয় দান করার জন্য সবাই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। যুদ্ধ জয়ের আনন্দ আর ঈদের আনন্দ মিলে সেদিন খুব সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছিলো!

ধনীদের পাশাপাশি গরীবরাও যেনো ঈদ আনন্দ করতে পারে সেজন্য রোযার ঈদে নির্দিষ্ট পরিমাণে দান করতে হয়। এটাকে বলে সদকায়ে ফিতর। দ্বিতীয় হিজরীর রোযার ঈদেই সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়েছিলো।